বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন বার্ষিক বিবরণী ২০২৩-২৪

মাননীয় সভাপতি ও সদস্যগণ,
নতুন বছর, ২০২২-২৫ সময়কালের জন্য নির্বাচিত কর্মসমিতির কাছে এই ২০২৩-২৪ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর ছিল। সারা বছর বছর বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন নতুন ভাবে বিভিন্ন প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়েছে তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনকে অগ্রগতিরপথে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে এবং আমাদের প্রতিশ্রুতি পালনে আপনাদের পূর্ণাঙ্গ সমর্থন ও অংশগ্রহণ আমাদের কাজকে নিঃসন্দেহে অনেক সহজ করে দিয়েছে। এখন আমি আপনাদের কাছে ২০২৩-২৪ সালের বর্তমান কার্যকরী সমিতির কাজের খতিয়ান পেশ করছি।

সংস্থার সামগ্রিক উন্নয়নমূলক কাজের কথা

আমাদের সারা বছরের সমস্ত রকম কাজকর্ম ও যোগাযোগ ব্যবস্থা 'মুক্তধারা','বঙ্গ সংস্কৃতি ভবন' ১৮-১৯, ভাই বীর সিং মার্গ, নতুন দিল্লি। আমি ২০২২-২৩ থেকে বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদকের গুরুদায়িত্বভার গ্রহণ করেছি এবং চেষ্টা করেছি বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের অতীত গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রেখে এগিয়ে নিয়ে যেতে। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনকে আমরা বারবার বলি এটি দিল্লির সমস্ত সংগঠনের ধারক সংস্থা। দিল্লি এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যর প্রচার এবং প্রসারে অন্যান্য ক্লাব, অ্যাসোসিয়েশন বা বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে মিলে এই অ্যাসোসিয়েশনের কাজ করার কথা। সেইমতো, আমরা গতবছর থেকেই কার্যকরী সমিতিতে সিদ্ধান্ত নিই যে, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকাণ্ডকে শুধু মুক্তধারায় সীমাবদ্ধ না রেখে সমগ্র দিল্লি এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে হবে। সেই মতো আমরা আমাদের বিগত বছরে কিছু কিছু কাজ করতে পেরেছি এবং আগামী বছরগুলিতে এই কাজগুলিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এই অঙ্গীকার করেছি। এইক্ষেত্রে বিগত বছরের প্রকল্পগুলির খতিয়ান আপনাদের সামনে দেবার আগে বর্তমান কার্যকরী সমিতির প্রতিটি সদস্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই, এবং তার সঙ্গে আরও সাধারণ সদস্যরা, যাঁরা কার্যকরী সমিতিতে না থেকেও সারা বছরের কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করেছেন তাঁদেরকেও জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বিশেষত বর্তমান কার্যকরী সমিতির সভাপতি, সহ-সভাপতিগণ, কোষাধ্যক্ষ, অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক, বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আহবায়কগণ ও অন্যান্য সদস্যরা তাঁদের নিজ নিজ কাজের মাধ্যমে এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ও প্রতিশ্রুতি পালনে যে সময় ও শ্রম প্রদান করেছেন তার জন্য তাঁরা ধন্যবাদার্হ্য।

এই বছরে অ্যাসোসিয়েশনের নিয়মিত অনুষ্ঠানগুলি যেমন সিনেউৎসব, বইমেলা, বর্ষবিদায় বর্ষবরণ, রবীন্দ্র জয়ন্তী, বিজয়া সম্মেলনী ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা সারা দিল্লি জুড়ে নতুন ও পুরনো বন্ধুদের কাছে পেয়েছি এবং তাঁদের উৎসাহে আমরাও উজ্জীবিত হয়েছি। এবছর বেশ কিছু নতুন অনুষ্ঠানও হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিয়ন্ড বাউন্ডস স্বল্প দৈর্ঘ্যর চলচ্চিত্র এবং তথ্যচিত্রের উৎসব।

বিভাগীয় বিবরণীর আগে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খবর আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাইঃ

মুক্তধারা বুক শপ, যদিও এটি বঙ্গ সংস্কৃতি ভবন ট্রাস্টের অধীনে। তবুও জানাতে চাই যে মুক্তধারা বুকশপের বইয়ের খোঁজ ও হিসাব রাখার সফটওয়্যারটিকে আপডেট করা হয়েছে। এখন কোন বই কোথায় কটা করে আছে, সেটি কম্পিউটারের নখদর্পণে। এছাড়াও দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানেই ডাক পড়েছে, আমরা মুক্তধারা বুকশপ নিয়ে পৌঁছে গেছি। এই বছরে প্রায় পৌনে দুই লক্ষ টাকার বই বিক্রি হয়েছে সব মিলিয়ে।

পঁয়ষট্টি বছরের অধিক সময় ধরে চলে আসা বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের উপর আমরা একটি ইনফরমেশন বুকলেট তৈরি করেছি। যা আমরা অ্যাসোসিয়েশন সম্পর্কে বাইরে জানাবার কাজে ব্যবহার করতে পারব।

সদস্য তালিকার দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে। আমাদের বহু সদস্য আজকের দিনে এই পৃথিবীতে নেই, অথবা আমাদের কাছে যে ঠিকানা আছে বা ফোন নম্বর আছে সেগুলি পরিবর্তিত হয়েছে। আমরা বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে সকলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছি এবং ঠিকানা ও ফোন নম্বর আপডেট করছি। আপনারাও বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের ফোন নম্বরে বা ইমেল আইডিতে যোগাযোগ করে অথবা অফিসে এসে নিজেদের ঠিকানা ও ফোন নম্বর এবং ইমেল আইডি আপডেট করে দেবেন দয়া করে।

আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের কাজ চলে মূলত অনুদানের উপর ভিত্তিতে। এবং এই অনুদানের উপর আয়কর আইনের 80G and 12A ধারায় ছাড় পাওয়া যায়। এই বিষয়ে আমরা পরবর্তী তিনবছরের জন্য অনুমোদন পেয়ে গেছি। অনুদান নেবার সুবিধার জন্য আমরা ইউপিআই অ্যাকাউন্ট খুলে পেমেন্ট নিতে সক্ষম হয়েছি।

আমাদের বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিটি কর্মচারীকে অফিশিয়াল লোগোসহ স্টাফ ইউনিফর্মন এবং শীতের পোশাক প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষা বিভাগ

গত বছর ১১ই আগস্ট বার্ষিক শিক্ষা দিবস অনুষ্ঠানটি দিয়েই শুরু হয়েছিল বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের শিক্ষা বিভাগের বার্ষিক কার্যক্রম। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বাংলা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনের পর মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক বৃত্তি এবং শংসাপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া সারা বছর ধরে আয়োজিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। এই দিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল দিল্লির বিভিন্ন বাংলা বিদ্যালয়গুলির প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক /অধ্যাপিকাদের বিশেষ অতিথি হিসেবে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান।

প্রতিবারের মতো এবছরও আমরা বিভিন্ন আন্তঃ বিদ্যালয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলাম--আবৃত্তি, গল্প বলা ,তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, রবীন্দ্রসংগীত, লোকগীতি এবং সমবেত সংগীতের প্রতিযোগিতায় ছাত্রছাত্রীদের যোগদান এবং উচ্চাঙ্গমানের পরিবেশন এই অনুষ্ঠানটিগুলিকে সার্থক করে তুলেছিল। এই অনুষ্ঠানগুলির পরিচালনায় অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়গুলি আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

পরবর্তীতে বায়ুদূষণের কারণে সরকারি নির্দেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণা এবং বোর্ড পরীক্ষার কারণে তিন-চারটি প্রতিযোগিতা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। বাংলা বিদ্যালয় গুলি ছাড়াও দিল্লি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি বহু ভাষাভিত্তিক (সাংবিধানিক যে কোনো ভাষা)সমবেত সংগীত প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ নির্বাচনের কারণে আমরা সেই প্রতিযোগিতাটি মুলতুবি রাখতে বাধ্য হয়েছি।

স্বাস্থ্য ও সামাজিক বিভাগ

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের মুক্তধারাতে আয়োজিত দিল্লি বইমেলাতে স্বাস্থ্য বিভাগ ড: রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালের সহযোগিতায় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের সৌজন্যে সচেতনতার জন্য স্টলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বাংলা সিনে উৎসবে, দর্শকদের সুবিধার জন্য, বি এল কে - ম্যাক্স হাসপাতালের সহযোগিতায় প্রতিদিন এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য ড: রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালের ড: শমীক ভট্টাচার্যর সৌজন্যে ইউনিয়ন একাডেমী স্কুলে, ২৯শে জানুয়ারি ২০২৪, একটি "অগ্নিকাণ্ড থেকে সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা" শিবিরের আয়োজন করা হয়।

প্রাকৃতিক দূষণের কারণে সরকারি নির্দেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণার ফলে এবং বোর্ডের পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন স্কুলে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

নাট্য বিভাগ

২০২৩এর এপ্রিল, জুলাই, অক্টোবর ও ডিসেম্বরে নাট্য উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। ডিসেম্বর মাসে নাট্য কার্যশালা স্কুলের শীতের ছুটির জন্য সম্ভব হয়নি। এই বছর স্কুলের গরমের ছুটির পর নাট্য কার্যশালার আয়োজন করা হবে।

৭ই এপ্রিল, ২০২৩ আয়োজিত বিশ্ব নাট্য দিবসে ১৮টি বাংলা নাট্যদল অংশগ্রহণ করেছিল।

রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান

প্রতি বছরের মত, এই বছর রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান ৭ই মে ২০২৩, রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত করা হয়। রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানটিকে আমরা একটি সঠিক পরিকাঠামোর মধ্যে আনার চেষ্টা করছি। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মেল ও বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের মোবাইলে হোয়াটস্যাপ মেসেজের মাধ্যমে আমরা আবেদন গ্রহণ করে তা দিল্লির বিশিষ্ট ও অভিজ্ঞ শিল্পীদের দ্বারা গঠিত একটি কমিটির সামনে রাখা হয় নির্বাচনের জন্য। বিশেষভাবে এবারে সময় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছিল অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটি দিল্লির সাংস্কৃতিক জগতের একটি মাইলফলক ইভেন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গণটি একমাত্র রবীন্দ্রজয়ন্তীর প্রভাতী অনুষ্ঠানের জন্য সরকারী অকাদেমী ব্যতীত অন্য কোনও সংস্থাকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। আগামী দিনে আরও সাফল্যের সঙ্গে এই আয়োজন বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন করবে বলে আশা রাখি।

রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ

যদিও এই মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বঙ্গ সংস্কৃতি ভবন ট্রাস্টের। তবুও আপনাদের অবগতির জন্য জানিয়ে রাখি যে এ বছর মুক্তধারাতে মেরামতের অনেক কাজ করা হয়েছে। প্রেক্ষাগৃহে রং ও পলিশ করা হয়েছে। প্রেক্ষাগৃহে আসন সংস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। লবির ছাদ মেরামতের পর নতুন শিট দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুক্তধারাতে লিফট লাগাবার জন্য সম্মত হয়েছে এবং সেই উদ্দেশ্যে যথেষ্ট কার্যপ্রগতি সম্ভব হয়েছে।

সাহিত্য বিভাগ

বইমেলার সময় সাহিত্য উৎসব আয়োজন করা ছাড়াও সাহিত্য বিভাগ এই বছর বিভিন্ন কার্যাবলী আয়োজন করেছে। জয়ন্তী অধিকারী স্মারক বক্তৃতায় বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ডঃ বিমান বসু। বিষয় ছিল বিজ্ঞান বনাম জ্যোতিষ। শ্রাবণ ও রবীন্দ্রনাথ এবং মেঘ বৃষ্টির মনের কথা দিয়ে হয়েছিল ২৩ শে জুলাইয়ের সাহিত্য সভা।একই সভায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২৫ বছর পূর্তিতে একটি সুন্দর শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হয় এরপর আয়োজিত হয়েছিল পাঞ্চজন্য কবিতা উৎসব। সাহিত্য বিভাগ আয়োজন করেছিল দিল্লির অন্যতম সাহিত্য কর্মী প্রসেনজিৎ দাশগুপ্তের কলকাতা ফিরে যাওয়ায় একটি বিদায় সম্বর্ধনা। পরবর্তী সাহিত্য সভাটি ফেব্রুয়ারি মাসে হয়, কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় যে সমস্ত দিল্লিতে বসবাসকারী কবি লেখকদের বই প্রকাশিত হয়, সেই বইগুলি নিয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল। আগামী দিনে সাহিত্য বিভাগ আরও নতুন নতুন কার্যক্রমের মাধ্যমে সাহিত্যচর্চার প্রয়াস চালিয়ে যাবে।

বই মেলা

একবিংশতম দিল্লি বইমেলা বঙ্গসংস্কৃতি ভবন প্রাঙ্গণে ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর, ২০২৩ আয়োজিত হয়।

প্রথম দিন বই মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সক্ষম দলের বিশেষভাবে সক্ষম শিশু গানের পর দীপক দাশগুপ্ত মূকাভিনয় প্রস্তুত করেন। এর পর, প্রতিভা অন্বেষণে নির্বাচিত ৬ জন শিল্পী গানে সবার মন জয় করেন।

এই বছর, বই মেলায় "মুক্ত মঞ্চ" বিশেষ আকর্ষণ কেন্দ্র ছিল। মুক্তমঞ্চে মাধ্যমে বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন বিভিন্ন সদস্যদের বাংলা গান, আবৃতি, কবিতা, যন্ত্র সঙ্গীত পরিবেশন করার সুযোগ করে দিয়ে ছিল। সবাই মুক্ত কণ্ঠে এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন।

এই বইমেলা উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক কিন্নর রায় এবং যশোধরা রায়চৌধুরী। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, অঙ্কনশিল্পীদের সঙ্গে তাঁদের আঁকা বিষয়ে আলোচনা, যাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রখ্যাত অঙ্কন শিল্পী শ্রী তড়িৎ মিত্র, শ্রী দীপক ঘোষ, শ্রী আনন্দময় ব্যানার্জি, শ্রী তীর্থঙ্কর বিশ্বাস, শ্রীমতী হেনা চক্রবর্তী ও শ্রী মনোজ দেব। নারায়ণ সান্যালের শতবর্ষে বক্তব্য রাখেন শ্রী কিন্নর রায়। মাইক মধুসূদনের দ্বিশতবর্ষে তাঁর উপর বক্তৃতা দেন বিশিষ্ট কবি শ্রী সৈয়দ হাসমত জালাল। বিভিন্ন আলোচনায় ছিলেন সাংবাদিক শ্রী জয়ন্ত ঘোষাল, অগ্নি রায়, সমৃদ্ধ দত্ত, বিশিষ্ট কবি তসলিমা নাসরিন, সাহিত্যিক দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য, দিলীপ বসু, পীযুষ বিশ্বাস, গোপা বসু, শমীক রায়, সাহানা চক্রবর্তী, অভিজিত সিনহা প্রমুখ। একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল স্ট্যাম্প ও মুদ্রা নিয়ে ক্যুইজ এবং পরিবেশনা। উপস্থাপনায় ছিলেন কুলদীপ মনহাস, চিন্ময় বসু, পুলক গুপ্ত ও বিজয় শেঠ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশেষ উল্লেখ্য নবারুণ ভট্টাচার্য ও সম্প্রদায়ের কাজী নজরুলের গানের উপর একটি অনুষ্ঠান, বিভবেন্দু ভট্টাচার্যের মনোগ্রাহী সঙ্গীত পরিবেশনা এবং লে রিদম ও পূর্বাঞ্চল বঙ্গীয় সমিতির কয়ার।

দক্ষিণ দিল্লি বই মেলা

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন এবং দক্ষিণ দিল্লি কালী বাড়ীর যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার ২৪-২৭শে নভেম্বর দক্ষিণ দিল্লি কালী বাড়ী প্রাঙ্গণে দ্বিতীয় দক্ষিণ দিল্লী বই মেলা আয়োজিত করা হয়। সঙ্গে ছিল সবুজ সঙ্ঘ দুর্গাপূজা সমিতি, দক্ষিণ দ্বীপ সার্বজনীন, সরিতা বিহার সার্বজনীন, প্রান্তিক কালচারাল সোসাইটি, সফদরজং মাতৃমন্দির এবং মোতিবাগ নানকপুরা পূজা সমিতি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, "ট্যালেন্ট হান্ট" বিজয়ীরা নৃত্য পরিবেশন করেন। এবারের দক্ষিণ দিল্লি বইমেলার থিম ছিল সুকুমার রায়ের আবোল তাবোলের শতবর্ষ। সেই অনুসারে বইমেলার সজ্জাও করা হয়।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট প্রত্নতাত্বিক দীপান ভট্টাচার্য, মুন্সী মহম্মদ ইউনুস, সুপর্ণা দেব, ডঃ চঞ্চল ভট্টাচার্য, ডঃ পি পি বোস, তিষ্য দাশগুপ্ত, সমৃদ্ধ দত্ত ও যশোধরা রায়চৌধুরী সহ আরও অনেকে। শুধুমাত্র দিল্লির সাংস্কৃতিক দলগুলি এবং শিল্পীদের দিয়ে এই বইমেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল প্রবীণ আবৃত্তিশিল্পীদের আবৃত্তির অনুষ্ঠান, সুকুমার রায়ের উপর বিশেষ কবিতা গান ও নাচের অনুষ্ঠান, এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান।

সাংস্কৃতিক বিভাগ

৫ই আগস্ট ২০২৩ বাইশে শ্রাবণ উপলক্ষ্যে "রয়েছ নয়নে নয়নে" শিরোনামের একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নবীনদের গানের প্রতিভা অন্বেষণ ২৭শে আগস্ট আয়োজিত হয়। বিচারকমন্ডলী ৬জনকে বিজয়ী হিসাবে নির্বাচিত করেন ২৫জন অংশগ্রহণকারীর মধ্য থেকে। নৃত্যের প্রতিভা অন্বেষণএর জন্য ৭০এরও বেশি অংশগ্রহণ করে। বিচারকমন্ডলী ৬ জন একক নৃত্য শিল্পী ও ৩টি নৃত্যদলকে নির্বাচিত করেন। নির্বাচিতরা দিল্লি বইমেলা এবং দক্ষিণ দিল্লি বইমেলায় অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

বিজয়া সম্মেলনী

প্রতি বছরের মতো বিজয়া সম্মেলনী মুক্তধারাতে শনিবার ৪ঠা নভেম্বর, ২০২৩এ আয়োজিত করা হয়। অনুষ্ঠান "কথক বনদিশ" গোষ্ঠীর কত্থক পরিবেশনা দিয়ে আরম্ভ হয়। এর পর মৌমিতা কুন্ডু ও উজান গোষ্ঠী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে, গুরুগ্রাম বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েসন, পূর্বাশা কালী মন্দির, বসন্ত কুঞ্জ কালীমন্দির সোসাইটি এবং চিত্তরঞ্জন পার্ক বঙ্গীয় সমাজকে বিশেষ ভাবে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারের জন্য সম্মানিত করা হয়।

বিয়ন্ড বাউন্ডস (স্বল্পদৈর্ঘের চলচ্চিত্র উৎসব ও মেঘনা-যমুনা খাদ্য মেলা)

মুক্তধারাতে প্রথম বার ৯ও ১০ই ডিসেম্বর, ২০২৪ আন্তর্জাতিক স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উৎসবে দেশের এবং আন্তর্জাতিক মিলিয়ে মোট ১৬টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি এবং তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি শৌনক সেনের ‘অল দ্যাট ব্রিদস’ যা গতবছরের অ্যাকাডেমি পুরস্কারের পাঁচটি শর্ট লিস্টেড তালিকায় ছিল। এ ছাড়াও ছিল স্পন্দন ব্যানার্জির ছবি ‘ইউ ডোন্ট বিলং’, প্রমিতা ভৌমিকের ‘প্রবাহ’, লাডলি মুখোপাধ্যায়ের ‘ফকিরালি’ প্রমুখ। ইউরোপ থেকে তিনটি ছবি ছিল। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন, শৌনক সেন, জহর কানুনগো, দীপক ক্যাস্টেলিনো, এবং সাংবাদিক মহুয়া চ্যাটার্জি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর পৌত্রী তারা গান্ধী ভট্টাচার্য।

মেঘনা-যমুনা খাদ্যমেলায় দুই বাংলায় দারুণ রকমারি ব্যঞ্জন উপস্থিত দর্শক ও উৎসাহীদের মন জয় করে নিয়েছিল।

নারী দিবস

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের গত শনিবার ৪ ই মার্চ, নারী দিবস পালন করেন। শ্রীমতী সোমা রয় বর্মান এবং শ্রীমতী উজ্জয়িনী দত্ত, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের রেসিডেন্ট কমিশনার প্রধান অতিথি ছিলেন। অনুষ্ঠানে, গান, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করা হয়।

বাংলা সিনে উৎসব

গত ১৫-১৭ই মার্চ, ২০২৪ বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সপ্তদশ বাংলা সিনেউৎসব আয়োজিত হয়। প্রখ্যাত পরিচালকদ্বয় তপন সিংহ এবং ঋত্বিক ঘটককে উতসর্গীকৃত ছিল এই সিনেউৎসব। তপন সিংহ ও ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে উদ্বোধনী দিনে বক্তব্য রাখেন জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার চলচ্চিত্র শিক্ষা বিভাগের বিশিষ্ট অধ্যাপিকা সোহিনী ঘোষ। এছাড়াও এই আয়োজনে ঋত্বিক ঘটকের উপর বক্তব্য রাখতে উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন নির্দেশক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। এই সিনেউৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল নতুন ধারার বাংলা সিনেমা এবং সেই সম্পর্কিত আলোচনা। উপস্থিত ছিলেন শ্যামল দত্ত, ইনা পুরী, কৌশিক ভৌমিক, অনুজ্ঞান নাগ, স্মিতা ব্যানার্জি, অভিজিত গুহ, ইন্দ্রাশিস আচার্য এবং অতনু ঘোষের মতো সিনে ব্যক্তিত্ব এবং বিশেষজ্ঞ।

দিগঙ্গন পত্রিকা

বিগত ২০২২-২৩এই ঠিক হয়েছিল যে আমরা বছরে দুটি সংখ্যা প্রকাশ করব। একটি উৎসব সংখ্যা এবং একটি গ্রীষ্মকালীন সংখ্যা। ২০২৩-২৪এ গ্রীষ্মকালীন সংখ্যাটিতে একটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর বিশেষ ক্রোড়পত্র রাখা ছিল। উৎসব সংখ্যার ক্ষেত্রেও দিগঙ্গনের নবনির্বাচিত সম্পাদকমণ্ডলী যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। ২০২৪-২৫এ দিগঙ্গন অর্ধ্বশতাব্দী পূর্ণ করছে। এই নিয়ে আমাদের কিছু বিশেষ পরিকল্পনা আছে, যা যথাসময়ে প্রকাশ করা হবে। তবে দিগঙ্গন পত্রিকাটি চালাতে বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের কর্মসমিতিকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। এবং এই নিয়ে আমাদের বিস্তারিত ভাবনাচিন্তা করা প্রয়োজন। মাত্র ১০০০ টাকায় আজীবন সদস্যতা দিয়ে আমাদের পক্ষে পত্রিকা চালানো খুবই দুষ্কর হয়ে পড়েছে, যেখানে এক সংখ্যার একটি কপি মুদ্রণের খরচ প্রায় সোয়া দুশ টাকা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেখানে, একটি অবাণিজ্যিক পত্রিকা আর্থিক অনুদান বা শক্তি ছাড়া কীভাবে চালানো সম্ভব এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

অঙ্কুর স্কুল

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন সঞ্চালিত অঙ্কুর বিদ্যালয়ের ছোটদের পড়ার সাথে সাথে নৃত্য, ও কবিতার অনুষ্ঠান করা হয়। ৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ অঙ্কুরের ছোটদের সঙ্গে পিকনিকের আয়োজন করা হয়। বাংলা সিনে উৎসবে ছোট্ট ছোট্ট ছাত্র-ছাত্রীদের নৃত্য পরিবেশন উপস্থিত দর্শকের মন আনন্দে ভরে দিয়েছিল। "লে রিদমের" সাথে যৌথ উদ্যোগে স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর মাধ্যমে স্কুলের পর মহিলাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর শিক্ষার আয়োজন করা হয়। প্রতিদিন প্রায় ৬০ জন মহিলা ৬ মাস যোগ দিয়ে শিক্ষিত হয়েছেন।

সদস্যতা

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৩২০। ২০২৩-২৪ বছরে মোট ৪৯ জন সাধারণ সদস্য হয়েছেন এবং ৩টি সংস্থা অ্যাসোসিয়েট সদস্যতা নিয়েছে। এ ছাড়াও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে সদস্য সংস্থাগুলিকে বছরে একদিন মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহটি চল্লিশ শতাংশ ছাড়ে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

বিগত বছরে বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের আমরা হারিয়েছি। তাঁদের প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকসন্তপ্ত। তাঁদের আত্মার শান্তিকামনা করি। বর্তমান কর্মসমিতির সদস্য অনিরুদ্ধ সরকার তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ

'অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ' এখন থেকে শুধুমাত্র বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন-এর নয়, সমস্ত দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সকল বাঙালি সংস্থাগুলিরপ্রচার মাধ্যম হয়ে উঠেছে। আপনাদের সকলের কাছে নিবেদন আপনারা নিজের নিজের এলাকার সংবাদ আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলে সময়মত সেটি আমরা প্রকাশের বন্দোবস্ত করতে পারবো।এছাড়াও প্রতিমাসের ৫ থেকে ৮ তারিখের মধ্যে এটি আমরা আমাদের ওয়েব সাইট www.bengalassociation.com–এ নিয়মিত প্রকাশ করি যাতে আপনারা ঘরে বসেই এটি পড়ে নিতে পারেন।

বাৎসরিক আর্থিক বিবরণী

আমাদের ১লা এপ্রিল, ২০২৩ থেকে ৩১ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্তবাৎসরিক আর্থিক আয়-ব্যয়ের ব্যালেন্স শিট সহ সকল হিসাব ও নথিপত্র এবং হিসাব পরীক্ষকের মন্তব্যসহ রিপোর্ট [Auditor's Report and Observations] আপনাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে এবং সে বিষয়ে আলাদাভাবেই আলোচনা হবে।

এখানে আনন্দের সঙ্গে আমি জানাতে চাই যে, আমাদের সকল শুভানুধ্যায়ী ও সদস্যের কর্মতৎপরতায় আমরা এ বছর নানাধরণের প্রতিকূলতার মধ্যেও আমরা আমাদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করতে সক্ষম হয়েছি।

আমি, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মাননীয় সভাপতি, সহ সভাপতি, অতিরিক্তসাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, এবং সকল যুগ্ম-সম্পাদক এবং বিভিন্ন বিভাগের আহ্বায়কসহ কর্মসমিতির সকল দায়িত্বশীল সদস্যকে বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন- এর পক্ষে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি আমাদের মাননীয় হিসাব-পরীক্ষক "নাগ মল্লিক অ্যাসোসিয়েটসকে" এই কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমাদের সকল বন্ধু-সদস্যদের কাছে আবেদন রাখতে চাই যে, আমরা আগামীতে আরও বলিষ্ঠ ও সতর্ক পদক্ষেপে বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনকেযেন আরও বৃহদাকার আর্থিক দৃঢ়তায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারি।

স্বীকৃতি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন

আমি বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিসাধারণকে সামগ্রিকভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই বৎসরব্যাপী কাজে সমস্ত রকম সহযোগিতা ও সাহচর্য দিয়ে আমাদের সকলকর্ম প্রচেষ্টাকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য। তাঁদের ভরসা ও নির্ভরতাই আমাদেরকর্ম-প্রেরণার মূল উৎস। গত ২০২২-২৩ এ ২০২২-২৫ সালের নবগঠিত কর্মসমিতি কার্যভার গ্রহণ করেছিল। এবং বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের ঐতিহ্য ও কর্মকাণ্ডকে কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি তা বিচার করবেন আপনারা।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে আমি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার উচ্চ শিক্ষা দপ্তর, মুখ্য রেসিডেন্ট কমিশনার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার (নতুন দিল্লি), ডেপুটি রেসিডেন্ট কমিশনার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সাহিত্য আকাদেমি, সঙ্গীত নাটক আকাদেমি, ও ললিতকলা আকাদেমিকে যাঁরা নানারকম আর্থিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা দিয়ে আমাদের সর্বদা উৎসাহ বৃদ্ধি করেছেন। ধন্যবাদ জানাই অংশগ্রহণকারী সকল সাংস্কৃতিক সংস্থাকে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্কুলগুলিকে তাঁদের সহযোগিতা ও নানারকম অনুষ্ঠানে অংশ নেবার জন্য।

ধন্যবাদ জানাই বিভিন্ন স্পনসর/বিজ্ঞাপন দাতাদের, আমাদের বিশিষ্ট গুণীজনদের যাদের আর্থিক সাহায্য ছাড়া আমরা কোন কাজই করতে পারতাম না।

উচ্চশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেসিডেন্ট কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার ও তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা এবং বিজ্ঞাপন ও অনুদান দাতাদের প্রতি রইলো আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমি ব্যক্তিগতভাবে বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রত্যেক সদস্য বন্ধুদের জানাই ধন্যবাদ, প্রতিটি পদক্ষেপে সমস্ত রকম সাহচর্য দিয়ে আমাকে কর্তব্য ও প্রতিশ্রুতি পালনে উৎসাহিত করার জন্য। বিশেষ ধন্যবাদ জানাই আমাদের কর্মচারীবৃন্দকে শুভাশিস সান্যাল, প্রবীর ভৌমিক, তারক দাস, সানি সাহা, সন্দীপ, সন্তোষ, সানি ও সুরক্ষা কর্মী বীরু, যাঁদের সদাসতর্ক এবং কর্মোদ্যমী উপস্থিতি ছাড়া আমাদের পক্ষে কোনও অনুষ্ঠানই করা সম্ভব হত না।

যাঁরা আজ এই সভায় উপস্থিত হয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। শুধু এই সভায় উপস্থিত থাকার জন্যই নয়, নানা কাজে সদা সর্বদা আমাদের পাশে থেকে বিভিন্ন পরামর্শ ও সহায়তা দিয়ে এই সংস্থাকে উন্নততর স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। নমস্কার।

প্রদীপ গাঙ্গুলী
সাধারণ সম্পাদক